২৬শে মার্চের স্মরণে

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

অনেক বেলা, অবেলা, কালবেলা পেরিয়ে; পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিতাস, ধলেশ্বরীর অনেক জল গড়িয়ে গিয়ে; রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সন্ত্রাস আর ভ্রাতৃঘাতী কোন্দলের শিকার হয়ে অনেক সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতির অকালে ঝরে যাওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার বেদনার স্মৃতিভার বুকে নিয়ে; স্বাধীনতা নামের মগ্নচৈতন্যে ঝঙ্কার তোলা, স্বপ্ন জাগানিয়া চির অমলিন, চির উজ্জ্বল, চির ভাস্বর ২৬শে মার্চ বছর ঘুরে আবার এসেছে আমাদের মাঝে। কার্তিকের শালিধান যেমন বৃষ্টির জন্য পিপাসার্ত চাতকের মত উন্মুখ হয়ে থাকে, যেমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বিরহীনি বধু তার প্রবাসী দয়িতের আসা পথ চেয়ে; আমরা - বাংলাদেশীরাও যে যেখানে থাকিনা কেন -তেমনি সহিষ্ণু - প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম আজকের দিনটির জন্য। হে আমাদের মুক্তিসনদের বারতাবাহী, বরাভয় প্রদায়ী সূর্য উজল দিন - তোমাকে জানাই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী॥

এই দূর প্রবাসে বসেও 'ভাবনার পানসীতে' আজ আমার এই মন উড়ে যায় বহুদুরে ফেলে আসা পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী বিধৌত বাংলা মায়ের কাছে। আমার চোখে ভাসে সেই শ্বাশত বাংলা যেখানে আমি ভোরের দোয়েল পাখীর শীষে শিহরিত হতে দেখেছি বিমুগ্ধ নওল কিশোরীর কোমল হৃদয় আর মুকুলিত হতে দেখেছি তরুনী বধুর অনেক স্বপ্ন, আশা আর ভালোবাসা; যেখানে পথের পাশে জন্মে থাকা বেথুলের ঝাড়ে, কিংবা বট, পাকূড়, হিজল, তমাল আর অশথের ছায়ে মিশে আছে আমার অতীত ইতিহাস। আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আমার চির সুন্দর বাংলামায়ের সুশীতল বুকে; দূর প্রবাসে বসেও আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় ...। আমার চোখে লোহা-ইট-সিমেন্টে বাধানো, নিয়ন বাতির আলোকে চোখ ধাঁধানো এই যান্ত্রিক শহরের অবয়ব ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে। নাকে ভেসে আসে বাংলামায়ের ভেজা মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বর্ষায় পঁচে যাওয়া খালপাড়ের খড়কূটো আর পাটপঁচা গন্ধ মেশানো হাওয়ার মাঝেও আমি পাই মায়ের গায়ের সেই মিঠে সুবাস। নিজের অজান্তেই মন বলে 'হে আমার জন্মভুমি! যখন, যেখানে, যেভাবেই থাকিনা কেন, আমার দুচোখ জুড়ে, আমার অন্তরের অন্তস্থলে, গহীন গহ্বরে তুমি, শুধু তুমি। আজানের সুমধুর ধ্বনিতে আজ আর আমার ঘুম ভাংগেনা; এই প্রবাসে সকালে জেগে উঠে প্রতিদিনের যে পৃথিবীকে আমি দেখি সে তুমি নও, যে বাতাস আমাকে সুপ্রভাত জানায়, সে বাতাস তোমার নয় সেও জানি। তবু আমার মগ্নচৈতন্য এই ভিন্ন পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে তোমাকেই দেখে। আমার চোখের তারায় ভেসে ওঠে তোমার সুচী স্নিগ্ধ ভোর - সে ভোরের সোনালী রোদ, পাখীদের কিচিরমিচির আর আনন্দময় ওড়াউড়ি, গাছের পাতার মর্মর ধ্বনি, রাখালী বাঁশীর তান কিংবা হাসনুহেনা অথবা বেলীফুলের

গন্ধ। আমার এ মন প্রজাপতি হয়ে যায়; গেয়ে উঠে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'।

কিন্তু সে তো ক্ষণিকের সুখস্বপ্ন, সে স্বপ্ন স্থায়ী হয়না। বাস্তবে ফিরে এসেই হোঁচট খাই। আন্তর্জালে প্রকাশিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিয়ত ছোট হয়ে যাওয়া পৃথিবীর সভায় 'ব্যর্থ রাষ্ট্রের' তকমায় বিভূষিত বাংলার কথা মনে হলে আবহমান বাংলার রূপ-সূষমা দূরায়ত কোন সংগীতের মীড়, গমক, মূর্চ্ছনার মতোই মনে হয়। দুষ্ট, অসৎ নেতৃত্ব, দুস্কৃতকারী অযোগ্য রাজনীতিবিদদের সীমাহীন দৌরাত্ম এবং চৌর্যবৃত্তি বাংলাদেশকে পৃথিবীর সবচেয়ে কলুষিত দেশে পরিণত করেছে। অশুভ রাজনৈতিক পেশী শক্তির জয়, হানাদার পাকিস্তানী খুনে বাহিনীর দোসর স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আলবদর, আর আলশামস গোষ্ঠিসমূহের ক্রমবর্ধমান উত্থানের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলামায়ের পরিচয় বদলে দিয়ে আজ তাকে উগ্রবাদী ধর্মীয় পোষাক পরানোর প্রচেষ্টা চলছে। চিরায়ত বাংলার পহেলা বৈশাখের মেলা, দরগায় মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন, বসন্তোৎসবে যোগদান সবকিছুতে আজ মানুষ ভীত। অপরিণামদর্শী, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে অনাগ্রহী এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা কিছু সংখক দেউলিয়া আঁতেলদের সহযোগীতায় আজ বিকৃত করছে স্বাধীনতার ইতিহাস। ওরা ভুলে গেছে ইতিহাস কখনো তার বিকৃতি সহ্য করেনা; বিকৃতিকারীদের নির্মম ভাবে নিক্ষেপ করে ইতিহাসেরই জঘন্যতম আস্তাকুড়ে। আলো চাইতে গিয়ে আজ বাংলায় শাসকগোষ্ঠীর কল্যাণে মানুষের জীবনের আলো নিবে যায়; গর্ভবতী মহিলা পুলিশের হামলায় জনপথে লাঞ্ছিতা হয়; স্বজনপ্রীতির যুপকাঠে বলি হয় যোগ্যতা। বাংলায় আজ বসন্ত চোরের মতোই আসে ভাংগাচোরা পথে, অভ্যর্থনাবিহীন; মনে হয় আনন্দ নির্বাসিত, জীবন অর্থহীন, দূর্ভর এক বোঝা- দাঁড়িয়ে আছে এক ধ্বংসস্তুপের উপর - স্পন্দনহীন। মনে হয় সবই বুঝি শেষ হয়ে গেল।

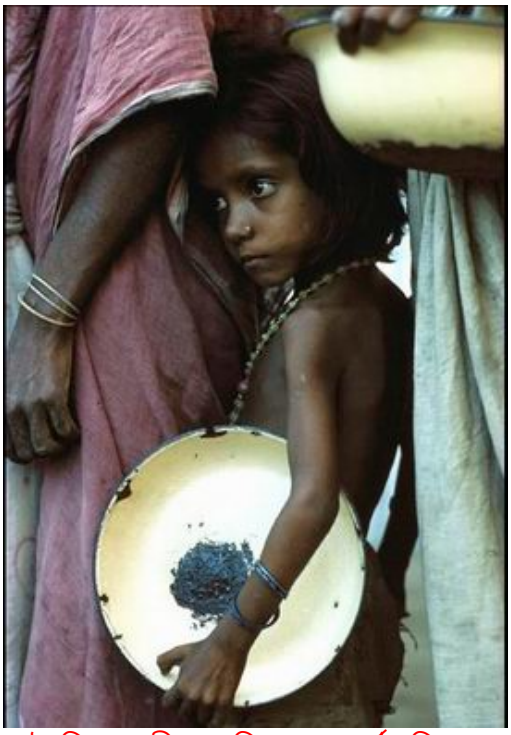

রাজনৈতিক স্বাধীনতা মিলেছে, অর্থনৈতিক নয়

কিন্তু মনই আবার বলে এই দুঃসময় অবশ্যই শেষ হবে। ইতিহাস বলে একদিন এই সোনার বাংলায় বর্গী এসেছিল - মার খেয়ে পালিয়েছে। এদেশের মানুষের পরিচয় মুছে দিতে এসেছিল পাকিস্তানী নামধারী হিংস্র দু'পেয়ে জানোয়ার তার কালো থাবা প্রসারিত করে। কিন্তু সেই নরকের কীটকে ফিরে যেতে হয়েছে; তাকে ফেরানো হয়েছে অত্যন্ত কঠোর হাতে। তেতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত বাংলাদেশ নামের এই বিস্ময়কর

জনপদটির মানুষ যখন প্রতিরোধের সংগ্রামে সমুদ্রের মতো উদ্বেলিত হয়ে উঠে, তখন কোন বাঁধাই আর তাদের গতিরোধ করতে পারে না। আমি নিশ্চিত যে বাংলায় এই দুঃশাসনের দিন, এই দুঃস্বপ্নের দিন একদিন শেষ হবে। বর্তমানের এই 'অদ্ভুত উটের পিঠে' চলা দেশ আবার স্বাভাবিক ভাবে চলতে শিখবে। এই ধ্বংশস্তুপের মাঝ থেকেই বাংলাদেশের মানুষ আবার শুনতে পাব জাগরণী দামামা। নিঃসীম প্রেতায়িত পূর্ণিমায় সে দামামা বরাভয় দেবে, বলবে 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিব রে ...'। সহজ সরল সাধারণ সে বরাভয় আমি দূর প্রবাসে বসেও শুনতে পাই - সে বাণী যেন এক অদ্ভুদ শব্দপ্রপাত হয়ে সন্মোহিত পরাক্রমে আমার মতো লাখো প্রবাসীর হৃদয়ের নিভৃত জানালার শার্সিতে উর্মিমুখর হয়ে আছড়ে পরে। এক চমকপ্রদ, আবেগ জাগানো আশ্চর্য অনুভব আমাকে আচ্ছন্ন করে; আমার চিন্তা-চেতনা কেমন যেন বিবশ হয়ে আসে আসন্ন এক নির্বান মূহুর্তের অপেক্ষায়। আমার শোনিত সমুদ্রে ঝংকৃত হয় 'জয় বাংলা বাংলার জয়/কোটি প্রাণ একসাথে জেগেছে অন্ধরাতে নতুন সুর্য ওঠার এইতো সময়...।

কিন্তু কি আশ্চর্য, নতুন যে ভোরের স্বপ্ন আমাকে অভিভুত করে, আমার সে স্বপ্নে আমার অতীত কেন যেন বার বার ফিরে ফিরে আসে। এই সে অতীত যেখানে মানুষের ধর্ম কিংবা মতাদর্শের ভিন্নতা নয়, হৃদয়ের নৈকট্য জীবনকে করে তুলেছিল সজীব, সুন্দর আনন্দময়। ধর্মের নামে মানুষ খুন করার মতাদর্শে বিশ্বাসী, পাকিস্তানী হানাদারদের দালাল উগ্রপন্থী কসাই রাজনীতিবিদদের বোমায় বিধ্বস্ত জনপদের রক্তাক্ত মন্ত্রে আজ সেই হারানো অতীতের স্মৃতিটুকুই শুধু ফিরে আসে - তার সুরভিটুকু নয়। আমি সচকিত হয়ে উঠি; আমার মনে অদ্ভুদ সব প্রশ্ন জাগে; সেই যে কোন অতীতে শন শন বায়ু বওয়া দেওদার বনের নিভৃতে বনজোৎস্নায় বার বার হারিয়ে গিয়ে জীবনের মানে খুঁজতাম; আজকের রক্তাক্ত বাংলাদেশে কি তা কখনো সম্ভব? বাংলার দেওদার বনে কি আর মুক্ত বায়ূ বয়? বন জোৎস্না কি হাসে? আবার হতাশায় ভরে ওঠে মন; আমি বিহ্বল হয়ে যাই। তবে সে বিহ্বলতা ক্ষণিকের মাত্র; জন্মভুমির প্রতি আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই আমি আমার হতাশা ঝেরে ফেলে জেগে উঠি, আমার শোণিত সমুদ্র গর্জনশীল হয়ে ওঠে। আমার অজান্তেই আমি আউড়ে চলি 'এ দুঃসময় অবশ্যই কেটে যাবে, একে কাটতেই হবে। আঁধার পেরিয়ে আলো আসবেই, একে আসতেই হবে।' কোন ঘুমহীন রাতে যখন আলোহীন জানালায় দাঁড়াই, আমার কল্পনায় আমি যেন দেশ-বিদেশের লাখো বাংলাদেশীদের মুখে শুনতে পাই আমার এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনী। আমি দেখতে পাই সে প্রতিধ্বনী ঝাঁক ঝাঁক পরিযায়ী পাখী হয়ে বাংলার আকাশ ভরে দিচ্ছে। আমি নির্ভয় হতে চাই, আর তাই সুরদাসের মত প্রার্থনা জানাই 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে নুতন জনম দাও হে ...।'

অনেক সহিষ্ণু প্রতীক্ষার পরে সশস্ত্র সুন্দর রূপে হে স্বাধীনতা তুমি এসেছিলে। বাংলার ঘরে ঘরে পাকিস্তানী নামধারী মানুষরূপী জানোয়ারদের নিষ্ঠুর হত্যা,ধর্ষণ আর জুলুমের অবসান ঘটাতে। আতর লোবান কিংবা

আগরবাতি নয়, কটুগন্ধী বারুদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পথ বেয়ে একদিন হে স্বাধীনতা তুমি এসেছিলে বাংলায় জীবনের অঙ্গীকার নিয়ে। মাতম আর আহাজারি ভরা চরাচরে তুমি শুনিয়েছিলে আনন্দের গান। কিন্তু এ কেমন কাল এলো? হানাদাররা চলে গিয়েও তাদের যে সব দোসরদের রেখে গেছে সে অশুভ শক্তি আজ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সেই অশুভ শক্তির অপতৎপরতায় বৃষ্টিপাতহীন খরায় জ্বলছে খেত খামার; উর্বরতাহীন ভূমি ফেটে হয়েছে চৌচির। ধর্মের নামে এরা মারছে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে। রক্ষক আজ ভক্ষক সেজে দূর্বিসহ করে তুলেছে বাংলাদেশের মানুষের জীবন। হে আমার মাতৃজন্মদিন - একদিন তুমি ভৌগোলিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলে; এবার তুমি এই ঘোর দূঃশাসনের অবসান ঘটিয়ে চিন্তা - চেতনার মুক্তির বারতা নিয়ে এসো।

দেশ থেকে বহুদুরে এই প্রবাসে বসেও আমি জানি বাংলার আকাশে আবার শুভদিনের বারতাবাহী নতুন সূর্য উঠবে। চির দুঃখিনী বাংলার মানুষের ঘুমহীন রাত কাটানোর এ কাল কেটে যাবে। আমার ভ্রাতৃরক্তে ধোয়া এই শ্যামলিমা, যার বাতাস অযুত মানুষের মৃত্যু চীৎকারে বহুকাল ধরে ভারী হয়ে আছে, আবার নতুন ভাবে সবুজ আর শ্যামল হবে। সেথায় আবার ফুটবে রাশি রাশি শ্বেত পদ্ম আর অজস্র লাল গোলাপ। আবার কবিতার ভাষা লীলায়িত হবে নতুন লাস্যে; মানুষ হাসবে, গাইবে, ভালবাসবে মানুষকে। আজকের এই শুভ দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক, 'এই অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করতে হবে; বাংলার মাটি থেকে তাকে যেতেই হবে -

'আজকে যখন খুঁড়তে গিয়ে নিজের কবরখানি
আপন খুলির কোদাল দেখি সর্বনাশা বজ্র দিয়ে গড়া,
কাজ কি দ্বিধার বিষন্নতায় বন্দী রেখে ঘৃনার অগ্নিগিরি
আমার বুকেই ফিরিয়ে নেবো ক্ষিপ্ত বাজের থাবা
তুমি আমার জলে স্থলের মাদুর থেকে নামো;
তুমি বাংলা ছাড়।'

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক, সিডনী, ২০/০৩/২০০৬

লেখক পরিচিতিঃ

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস এর স্কুল অব মার্কেটিং অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত আছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সপরিবারে অষ্ট্রেলিয়ার বানিজ্যনগরী সিডনীতে অবস্থান করছেন। দু-সন্তানের এ সফল জনক শিক্ষকতার মহান কাজে জীবনের প্রায় অর্ধাংশ কাটিয়েছেন দেশের বাইরে। মধ্যআফ্রিকার সুদান থেকে শুরু করে সিংগাপুর ও মার্কিন মুল্লুকের বিভিন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপিঠে পড়িয়েছেন শত-সহস্র ছাত্র/ছাত্রিদের যাদের অনেকেই আজ বিশ্বের বিভিন্ন নামি-দামি সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মদক্ষতার সফলতা নিয়ে শীর্ষ পদাসীন আছেন। তাঁর লেখাটি পড়ে কেমন লেগেছে জানালে কৃতার্থ হবো। ধন্যবাদ

সম্পাদক, কর্ণফুলী